১০০% স্যানিটেশন কভারেজ কর্মসূচী বাস্তবায়ন সহায়িকা

উপজেলা : তালা
জেলা : সাতক্ষীরা

১০০% স্যানিটেশন কভারেজ কর্মসূচী বাস্তবায়ন

সহায়িকা

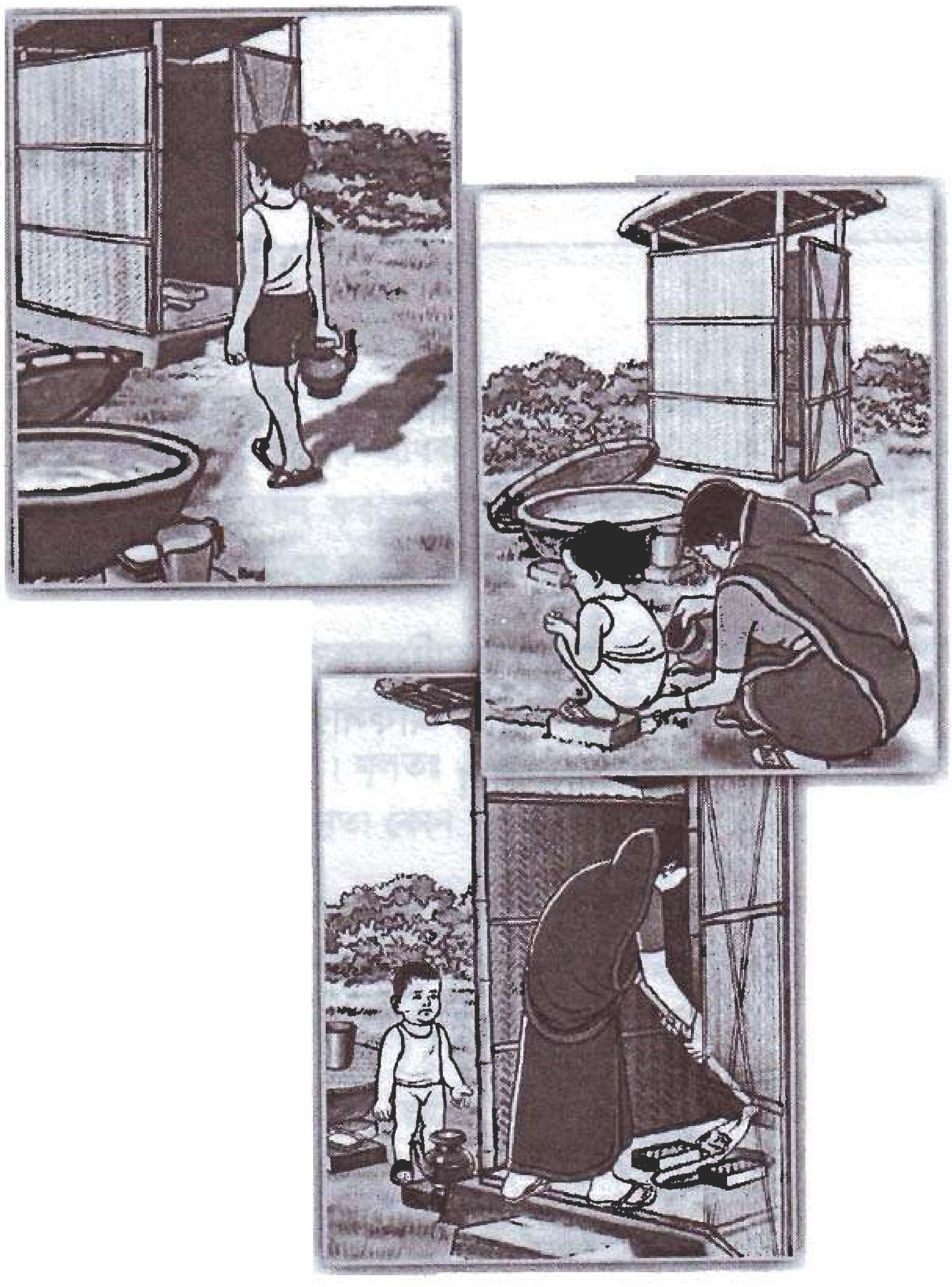

রচনা ও সম্পাদনায়

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

তালা, সাতক্ষীরা।

অর্থায়নে ঃ উত্তরণ, তালা

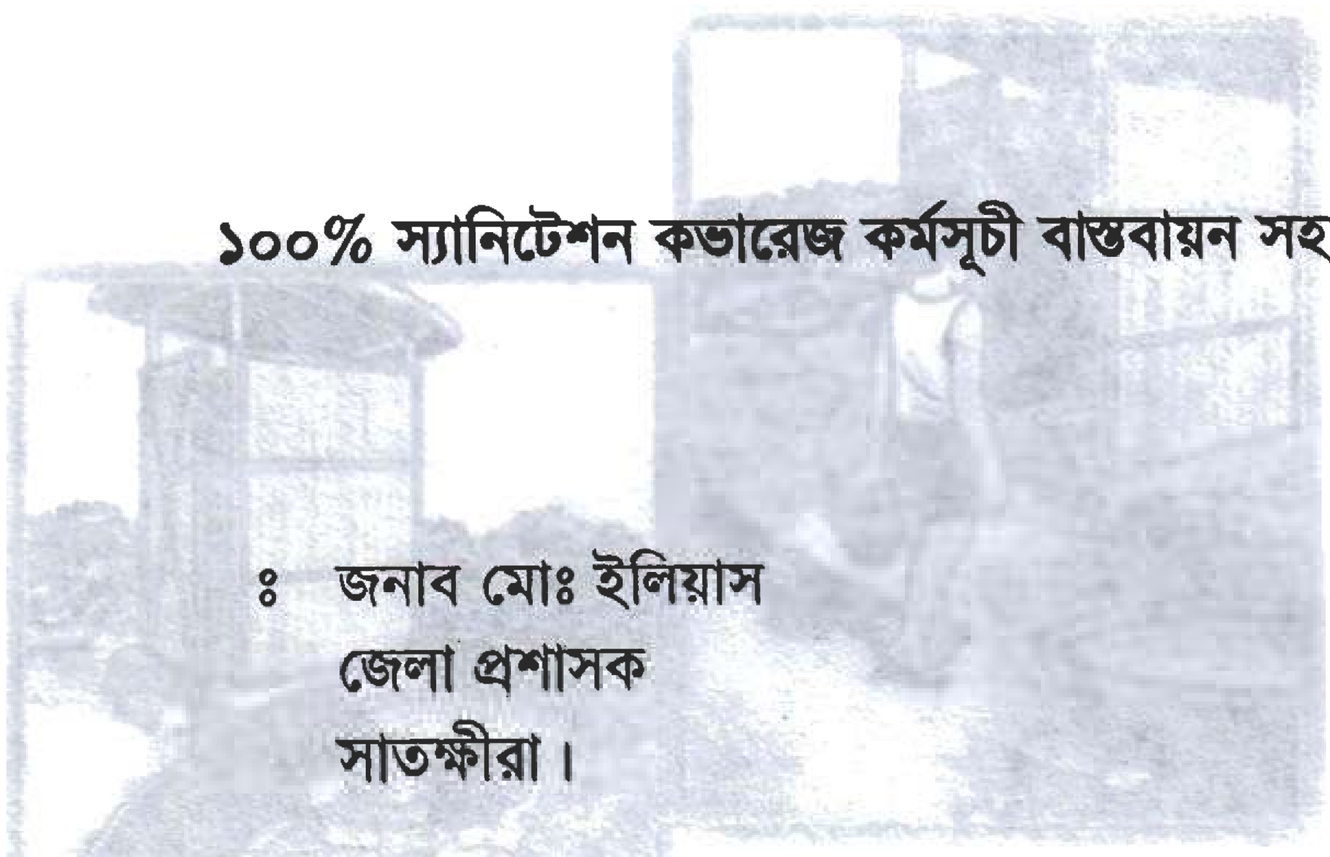

১০০% স্যানিটেশন কভারেজ কর্মসূচী বাস্তবায়ন সহায়িকা

উপদেষ্টা ঃ জনাব মোঃ ইলিয়াস
জেলা প্রশাসক
সাতক্ষীরা।

রচনা ও সম্পাদনায় ঃ জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
তালা, সাতক্ষীরা

প্রকাশনায় ঃ উপজেলা প্রশাসন
ও
ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)

অর্থায়নে ঃ উত্তরণ, তালা

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৫

সহযোগীতায় ঃ উত্তরণ, সাস, সেতু, উন্নয়ন প্রচেষ্টা, মুক্তি পরিষদ, রুপালী

জাতীয় সংসদ সদস্য
১০৫ সাতক্ষীরা-০১
তালা, কলারোয়া

বাণী

মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষনের নিশ্চয়তা বিধান করা সরকারের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। ক্ষমতাসীন জোট সরকার জনগণের মৌলিক অধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটা ক্ষেত্রে আজ যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়ে পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে এ দেশের প্রতিটা উন্নয়ন কর্মকান্ডে তারই ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

স্বাস্থ্য রক্ষা ও শিক্ষার মূলভিত্তি হলো-স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন। তাই মানুষের পরিমল জীবন গঠনে স্যানিটেশনের কোন বিকল্প নেই। পরিচ্ছন্নতা ব্যক্তি জীবনকে যেমন দূষিত পদার্থ থেকে নির্মল রাখে তেমনি ভাবে স্বাস্থ্যকেও করে সুরক্ষা। মূলতঃ এ জন্যই পৃথিবীর সকল ধর্মে পরিচ্ছন্ন থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অত্যন্ত কঠোর ভাবে। পরিচ্ছন্নতা কোন বিলাসীতা নয় বরং পরিচ্ছন্নতা হলো ঈমানের অংগ।

জীবনের এ মহাসত্যকে গ্রহন করে বিশ্ব সমাজের সাথে বাংলাদেশ সরকার আগামী-২০১০ সালের মধ্যে "সকলের জন্য স্যানিটেশন" কর্মসূচী ঘোষনা করেছে। এ কার্যক্রমকে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে বলিষ্ট পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে ২০০৫ সালের ৩০ জুনের মধ্যে তালা উপজেলাকে "স্যানিটেশন কভারেজ" আনার লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে।

তালা উপজেলার সর্বস্তরের দেশ প্রেমিক জনগণ এটিকে সামাজিক আন্দোলনে পরিনত করে স্যানিটেশন কার্যক্রমকে সফলতার শীর্ষে পৌঁছে দেবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

(হাবিবুল ইসলাম হাবিব)
জাতীয় সংসদ সদস্য
১০৫ সাতক্ষীরা-০১
তালা-কলারোয়া।

জেলা প্রশাসক
সাতক্ষীরা

বাণী

১০০% স্যানিটেশন কভারেজ নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রতিরোধ যোগ্য অনেক রোগব্যাধি থেকে শিশুদের রক্ষা করা সম্ভব। আমাদের দেশে বছরে প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার শিশু এ জাতীয় রোগের কারণে মারা যাচ্ছে এবং প্রতি বছর এ ধরনের রোগের চিকিৎসার জন্য প্রায় পাঁচশত কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। এরই গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার সমগ্র দেশকে আগামী ২০১০ সালের মধ্যে একশত ভাগ স্যানিটেশনের আওতায় আনার কর্মসূচী গ্রহন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় তালা উপজেলাকে ৩০ জুন/০৫ সালের মধ্যে শতভাগ স্যানিটেশন কভারেজে আনার লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন এক যুগান্তকারী কর্মসূচী হাতে নিয়েছে বলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ইতোমধ্যে তেঁতুলিয়া ও খলিলনগর ইউনিয়ন শতভাগ কভারেজের আওতায় এসেছে বলে আমি তাদের অভিনন্দন জানাই।

সবার সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে আগামী ৩০ জুন/০৫ সালের মধ্যে তালা উপজেলা শতভাগ স্যানিটেশন কভারেজের আওতায় আসবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ এ কর্মসূচী ইতোমধ্যে উপজেলা ব্যাপী ব্যাপক গনজাগরণের সৃষ্টি করেছে।

আমি স্যানিটেশন কর্মসূচীর সার্বিক সফলতা কামনা সহ তালা উপজেলায় এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন কাজে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ ইলিয়াস)
জেলা প্রশাসক
সাতক্ষীরা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
তালা, সাতক্ষীরা

সম্পাদকীয়

"পথের ভিখারী যদি স্বাস্থ্যবান হয়, স্বাস্থ্যহীন মহারাজা সেও সুখী নয়" স্বাস্থ্য কথার এ অমোঘ সত্যটি জড়িয়ে আছে মনুষ্য জীবনের পরতে পরতে। সে জন্যই মানুষের মৌলিক চাহিদা পরিপূরণের ক্ষেত্রে নিরাপদ পানীয় জলের যোগান ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান অন্যতম শর্ত হিসাবে স্বীকৃত। সর্বোপরি, বিশ্ব প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা ও জীবনের অস্তিত্বের প্রয়োজনে সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের নিশ্চয়তা বিধান আজ একান্তভাবে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

অথচ বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশ সমূহের সিংহভাগ মানবগোষ্ঠী স্যানিটেশন সুবিধা বঞ্চিত হয়ে রোগ-শোক, জ্বরাব্যাধিতে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। মূলতঃ নির্মম এ সত্যটিকে অনুধাবন করে বিশ্ব সমাজের সাথে বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের এক বিশাল কর্মসূচী গ্রহন করেছে। এ মহা কর্মযজ্ঞের অংশ হিসাবে আগামী- ৩০ জুন ২০০৫ সালের মধ্যে তালা উপজেলাকে শতভাগ স্যানিটেশন কভারেজে আনতে উপজেলা প্রশাসন বদ্ধপরিকর। শুরু হয়েছে "ক্রাশ প্রোগ্রাম"।

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র সীমার প্রান্তিক পর্যায়ে যাদের অবস্থান তাদেরকে স্যানিটেশন কর্মসূচীর আওতায় এনে নিরবচ্ছিন্নভাবে এ কর্ম প্রবাহটিকে সামাজিক আন্দোলনে পরিনত করার জন্য আমি তালা উপজেলার সকল শ্রেণী, পেশা, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারী কর্মকর্তার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
তালা, সাতক্ষীরা।

উত্তরণ

আমাদের কথা

২০০৫ সালের জুন মাসের মধ্যে তালা উপজেলাকে শতভাগ স্যানিটেশন কভারেজের আওতায় আনার লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা উত্তরণ, সেতু, সাস, উন্নয়ন প্রচেষ্টা, মুক্তি পরিষদ, রূপালী এই উদ্যোগে একাত্মতা প্রকাশ করছি। সম্মানিত সংসদ সদস্যের ইতিবাচক মনোভাব, জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ ইলিয়াস আলী, তালা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও তালা উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের আন্তরিক আগ্রহে আমরা খুবই খুশী হযেছে। আমরা জানি আমাদের এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট অনুন্নত। এই কর্মসূচী সফল করার মাধ্যমে শিশু মৃত্যুর হার কমে যাবে, মানুষের গড় আয়ু ও আর্থিক স্বচ্ছলতা বেড়ে যাবে সর্বোপরি মানুষ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। যা আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

যুদ্ধ করে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি, দেশের প্রাকৃতিক দূর্যোগ আমরা সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করেছি। এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ নিজেদের চেষ্টায় অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। আমরাই পারি সকলের মিলিত চেষ্টায় যে কোন উদ্যোগ সফল করতে।

এজন্য সকল মানুষের অংশগ্রহণ খুবই জরুরী। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, উপজেলার সকল মানুষের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় এ কর্মসূচী সফল হবে।

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক
উত্তরণ
তালা, সাতক্ষীরা

সূচীপত্র

বিবরন	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	০১
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার অভাবে সৃস্ট সমস্যা সমূহ	০১
ইউনিয়ন সমূহের সাথে সংযুক্ত এনজিও দের নামের তালিকা	০১
স্যানিটেশন মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা	০২, ০৩
স্যানিটেশন কি?	০৪
পানি ও মলবাহিত কি কি রোগ হতে পারে?	০৪
কি ভাবে রোগ জীবানু ছড়ায় ?	০৫,০৬
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা কি ?	০৬
স্বল্পখরচে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা কি ভাবে তৈরী করা যায়	০৭
যা করা উচিৎ	০৮, ০৯
উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো	১০
উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম	১০
পোর্টফলিও পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১১
ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির কাঠামো	১১
ইউনিয়ন কমিটির কার্যবলী	১২
ওয়ার্ড বাস্তবায়ন কমিটির কাঠামো	১২
ওয়ার্ড কমিটির কার্যক্রম	১৩
কর্মসূচী বাস্তবায়ন কার্যক্রম ঃ জনবল নিয়োগ	১৩
স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব	১৩
উদ্বুদ্ধকরন সভা	১৪
ইউনিয়ন ওয়ারী উদ্বুদ্ধকরন সভার তারিখ	১৪
পরিকল্পনা সভা	১৪
পরিকল্পনা সভায় যে সকল বিষয়ের উপর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে	১৪
রিং স্লাব তৈরী কেন্দ্র স্থাপন	১৫
জরীপ	১৫
স্বেচ্ছাসেবক ও ট্যাগ অফিসারদের ওরিয়েন্টেশন	১৫
ইমাম সমাবেশ	১৬
স্কুল ভিত্তিক উদ্বুদ্ধকরন সভা	১৬
ইউনিয়ন ভিত্তিক কর্মকর্তা নিয়োগ	১৬
কর্মসূচী, সময়কাল ও বাস্তবায়নকারীর তালিকা	১৭

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র একটি দেশ। এদেশের জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে থাকেন। প্রতিদিন দেশের খোলা জায়গায় প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) মেট্রিক টন মল ছড়ানো হয়। যার পরিনতিতে ডায়রিয়া, জন্ডিস, টাইফয়েডসহ বিভিন্ন রোগের জীবাণু দ্রুত বিস্তার লাভ করে। স্বাস্থ্যবিধিমতে শত করা ৮৫ ভাগ রোগ-জীবাণু মানব শরীরে সংক্রমিত হয় নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার অভাবে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর ৫ বছরের কম বয়সী মোট ১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) শিশু মারা যায়।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার অভাবে সৃস্ট সমস্যা সমূহ ঃ

- জনগন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়, চিকিৎসার জন্য ব্যয় বাড়ে, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কাজ করা সম্ভব হয় না। ফলে নানান ধরনের সংকট সৃষ্টি করে।
- নারীরা দিনের বেলায় খোলা জায়গায় পায়খানা করতে পারে না। সে জন্য অধিকাংশ মহিলা দিনের বেলায় মলত্যাগে বিরত থাকার চেষ্টা করে, যার ফলে তাদের শরীরের উপর বিভিন্ন ধরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে।
- খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করলে পানি, বাতাস, মশা-মাছি, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি প্রভৃতির মাধ্যমে রোগ জীবাণু বিস্তার লাভ করে।
- প্রতি বছর বাংলাদেশে ৫ বছরের কম বয়েসী মোট ১লাখ ২৫ হাজার শিশু ডায়রিয়া জাতীয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। আর যারা বেচে থাকে তারাও শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারছে না।
- প্রতি বছর এ ধরনের রোগের চিকিৎসা খাতে ব্যয় হয় পাঁচশ কোটি টাকা

ইউনিয়ন সমূহের সাথে সংযুক্ত এনজিও দের নামের তালিকা ঃ

উদ্বুদ্ধকরন কর্মসূচী পরিচালনার জন্য এনজিও ফোরাম ও উত্তরণ সহযোগীতা করছে। এনজিও ফোরাম ও উত্তরণ এর সহযোগীতায় নিম্নে বর্নিত ইউনিয়ন সমূহে সংযুক্ত এনজিওসমূহ উদ্বুদ্ধকরন কর্মসূচী পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন।

ক্রমিক	ইউনিয়ন	যে এনজিও কাজ করবে
০১	ধানদিয়া	মুক্তিপরিষদ
০২	নগরঘাটা	সেতু
০৩	সরুলিয়া	সেতু
০৪	কুমিরা	উত্তরণ
০৫	তালা	উত্তরণ
০৬	ইসলামকাঠি	উন্নয়ন প্রচেস্টা
০৭	মাগুরা	সাস
০৮	খলিশখালী	উত্তরণ
০৯	খেশরা	রুপালী
১০	জালালপুর	সাস

এনজিওদের পক্ষ থেকে সামগ্রীক কর্মসূচীর সমন্বয় করার জন্য জনাব মোঃ আবুল হোসেন, পরিচালক, সেতুকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

স্যানিটেশন মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা

যে কোন কাজের গুরুত্ব বুঝা না গেলে সে কাজ কেউ করতে চায় না। তদ্রুপ স্যানিটেশন কেন মানতে হবে তা গুরুত্বসহ উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

এখান থেকে পঁচিশ বছর আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরামর্শ দিয়েছে ৮০% রোগ থেকে রেহাই পেতে স্যানিটেশন মেনে চলতে হবে। শিশুদের মেধা বিকাশেও স্যানিটেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে শিশু বারবার পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হবে ঐ শিশু অপুষ্টির শিকার হবে। অপুষ্টির দরুন মেধা দূর্বল হবে।

১। নিরাপদ পানি সকল কাজে ব্যবহার করতে হবে। পুকুরের পানি কেন ব্যবহার করা যাবে না।

বর্ষাকালে প্রায় প্রতিটি পুকুরের পানি কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে। চৈত্র/বৈশাখ মাসে তা কমে গিয়ে $\frac{১}{৩}$ অংশে দাঁড়ায়। $\frac{২}{৩}$ অংশ পানি মাটি শোষণ করে এবং বাষ্প হয়ে উড়ে যায় যা বিশুদ্ধ পানি। আমরা যারা পুকুরে কাপড় চোপড় ধুয়ে থাকি, নোংরা বা ময়লাযুক্ত কাপড় চোপড়, থালা বাটি বাসন কোসনও ধুয়ে থাকি। নোংরা পানি ভারী বিধায় ওগুলো পানির নিচের অংশে জমতে থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি পুকুরের $\frac{২}{৩}$ অংশ পানি ইতিপূর্বে কমে গেছে বিভিন্ন উপায়ে উহা আসল পানি। এখন $\frac{২}{৩}$ অংশ যা আছে তা হচ্ছে ঐ ধরণের নোংরা ময়লা পানি যার রংও ঠিক নেই। অনেকটা নীল বর্ণ ধারণ করে আছে। ঐ পানিই মুখে নিচ্ছি, কুলি করছি। ঐ পানি ভাত রান্নার কাজে, তরকারী রান্নার কাজে ৮০% লোক ব্যবহার করে থাকে। বর্ণিত পানি এখনও ব্যবহার করা যাবে কিনা ভেবে দেখার অনুরোধ করছি।

২। প্রতিবেশীর বাড়ীতে ল্যাট্রিন না থাকলে সমস্যা কিসে ?

সেপ্টেম্বর '০৩ মাসে পরিচালিত বেইজ লাইন সার্ভের মাধ্যমে জানা গেছে বাংলাদেশে ২৯% পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন রয়েছে। বাকী ৭১% পরিবারে নেই। অর্থাৎ যাদের বাড়ী ল্যাট্রিন রয়েছে তাদেরই প্রতিবেশী পরিবারে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের বাড়ীতে ল্যাট্রিন নেই। ঐ সমস্ত পরিবারের লোকজন বাড়ীর আশে পাশে, ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে, রাস্তার পার্শ্বে কিংবা মাঠে মলত্যাগ করে থাকে। ওখান থেকে মাছি এসেই তো প্রতিবেশীর খাদ্য খাবার দূষিত করছে।

শ্যামনগরে চাকুরী করাকালীন এক মেম্বর সাহেবের বাড়ী গিয়ে দেখি ওনার বাড়ীর পাশেই একটি ঝুলন্ত পায়খানা রয়েছে। সেখানে মাছি ভন ভন করছে। বিস্ময় প্রকাশ করে মেম্বর সাহবেকে জিজ্ঞাসা করলাম একি ? মেম্বর সাহেব জানালেন- ঝুলন্ত পায়খানার মালিক একজন দরিদ্র ব্যক্তি। যখন আমি বুঝালাম ঐ দরিদ্র ব্যক্তির মল থেকে মাছি এসে আপনার আমার খাদ্য খাবার দূষিত করছে। কাজেই যাদের পরিবারে ল্যাট্রিন রয়েছে তাদেরই দায় ঠেকা পড়েছে প্রতিবেশীকে উদ্বুদ্ধ করে হোক, চাপ প্রয়োগ করে হোক প্রতিবেশীর বাড়ীতে ল্যাট্রিন স্থাপন নিশ্চিত করা। নতুবা যাদের ল্যাট্রিন রয়েছে তারাও ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাবেন না।

প্রতিবেশীর বাড়ীতে ল্যাট্রিন তৈরীতে প্রয়োজনে ধার দিতে হবে। গ্রাম থেকে চাঁদা তুলে ল্যাট্রিন তৈরী করে দিতে হবে। কেননা প্রতিবেশীর দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি আমরা বেশি।

৩। কেন খাওয়ার পূর্বে/পরিবেশনের পূর্বে কিংবা খাদ্য খাবার তৈরীর পূর্বে হাত সাবান দিয়ে উত্তমরূপে ধুয়ে নিতে হবে।

আমরা কাজ কর্ম করতে গিয়ে এটা ওটা ধরি। যেমন :

❖ বাসে চড়তে গিয়ে বাসের হ্যান্ডেল ধরে থাকি।

❖ সিঁড়িতে ওঠার সময় রেলিং ধরে থাকি।

❖ মাছের বাজারে গিয়ে কাগজের নোট মুদ্রা বা কয়েন লেনদেন করে থাকি।

❖ ফেরীতে ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে গিয়ে দরজা, দরজার ছিটকানি বা হাতল ধরতে হয় যা পূর্ব থেকে দূষিত হয়ে পড়েছে।

❖ বিভিন্ন লোকের ধরা ছোঁয়া জিনিসপত্র ধরে থাকি, স্পর্শ করে থাকি। ওতে প্রচুর জীবানু হাতে এসে যায়- ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক।

এভাবে দৈনন্দিন কাজকর্মে অন্যের ধরা জিনিস আমরা ধরে থাকি, ছোয়া জিনিস আমরা ছুঁয়ে থাকি। এছাড়াও আপনার আমার বাড়ীতে কাজের লোক রেখে থাকি। হয়তো তারা বস্তিতে থাকে। ভোরবেলা প্রকৃতির কাজটা সেরে কোন রকম শুধু পানি দ্বারা হাত ধুয়ে আপনার আমার বাড়ী ছুটে আসে কাজ করতে। ঐ নোংরা হাতে যত কিছু ধরবে সব কিছুতেই ময়লা সামান্য হলেও মাখিয়ে দিতে থাকবে।

৪। কেন পায়খানার পর সাবান/ ছাই দিয়ে উত্তমরূপে হাত ধুয়ে নিতে হবে ?

বিগত ২০০২ সনের জুন মাসে সরুলিয়া ইউনিয়নের কলাপোতা বাজারে একটি গভীর নলকুপের কাজ করছিল মিস্ত্রীগণ। তৎক্ষণাৎ একজনের পায়খানা চাপলে অনতি দূরে আখ ক্ষেতে বদনা হাতে ছুটল এক শ্রমিক। পায়খানা শেষে বদনা হাতে ফিরে এসে বদনার পানি দ্বারা মাটির হাত ঘষে নিল ২/৪ বার। পরিষ্কার হয়ে ঐ হাতে কলের হাতলটি চেপে নিয়ে কল থেকে পানি সংগ্রহ করল। পরক্ষণে আমি হাতলে হাত দিতেই গন্ধ পেলাম। ঐখানে আমার পরিচিতজনকে বুঝালাম-পায়খানার পর হাত সাবান/ছাই দিয়ে না ধুলে এভাবে সকলেই আমরা দুষণের শিকার হচ্ছি।

পরিসংখ্যানে জানা যায় পায়খানার শেষে ঢেলা কুলুপ ব্যবহার, সাবান ছাই দিয়ে হাত ধোয় ২৪%। বাকী ৭৬% এর মধ্যে ৫২% শুধু মাটি দিয়ে। ২৪% যারা মাটিতেও হাত ঘষে না। যারা মাটিতেও হাত ঘষে না ওরা টাটকা নোংরা ময়লা হাতে মেখে আসে। করমর্দনের মাধ্যমে অতি সহজেই একজন সচেতন ব্যক্তির নিকটও পৌঁছে যেতে পারে।

তালা যাওয়ার রাস্তায় কুমিরা দুধের বাজার মোড়ে এক মহিলার দোকান রয়েছে। দোকানে তিনি পানও বিক্রি করেন। একদিন তালায় যাওয়ার পথে দেখা গেল মহিলা তার শিশুকে মলত্যাগে সাহায্য করছে। আমি একটু দুর থেকে মটর সাইকেল থামিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম। মহিলা শৌচকার্য্য করানোর পর হাত ধোয় কিনা। লক্ষ্য করা গেল পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিল এবং আঁচলে মুছে নিল। ঐ আচল দ্বারা শিশুটির পাঁছাও মুছে দিল এবং শিশুটির মুখও মুছে দিল।

প্রণয়নে-
মো: আজিজুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
তালা, সাতক্ষীরা

স্যানিটেশন কি ?

স্যানিটেশন হলো-

পানি ও মলবাহিত রোগ থেকে বেঁচে থাকার জন্য-

- নিরাপদ পানি পানকরা ও ব্যবহার করা
- ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা

পানি ও মলবাহিত কি কি রোগ হতে পারে ?

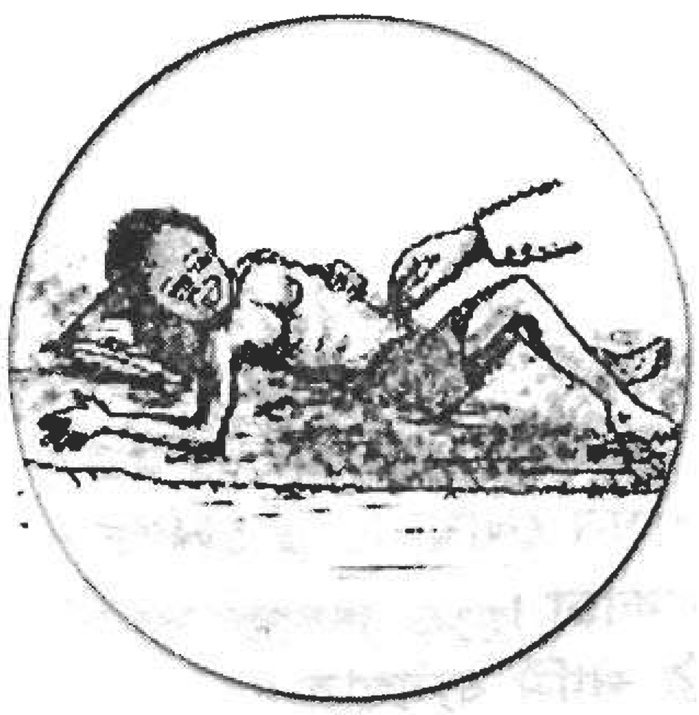

ডায়রিয়া
কলেরা
আমাশয়

জন্ডিস
টাইফয়েড

কৃমি

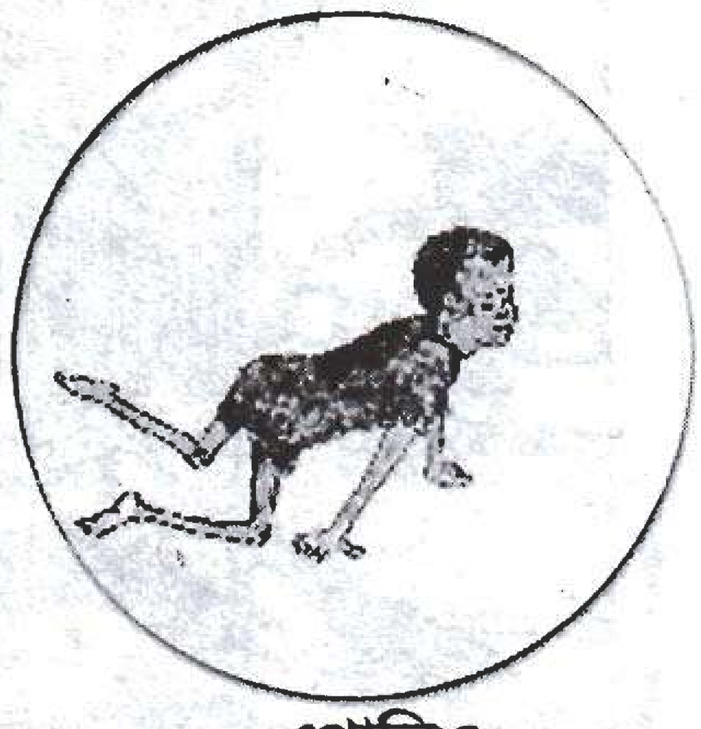

পোলিও

কিভাবে রোগ জীবানু ছড়ায় ?

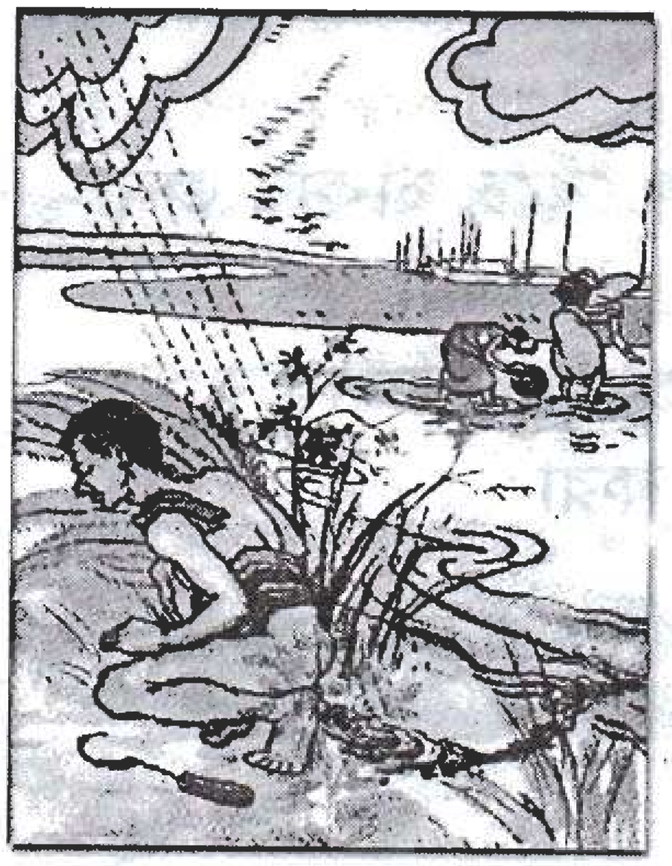

* খোলা স্থানে মলত্যাগ।
* বর্ষায় মল ধুয়ে জলাশয়ে পতন।
* জলাশয়ের পানি অবলিলায় ব্যবহার।

একই স্থানে-
* গরুর গোসল।
* হাড়ি বাসন ধোয়া।
* কাপড় কাচা।
* এবং ঐ পানি ব্যবহার।

* ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহার।
* পানিতে মলমূত্র ত্যাগ।
* ঐ পানি ব্যবহার।

কিভাবে রোগ জীবানু ছড়ায় ?

* মশা মাছির মাধ্যমে রোগ জীবানু ছড়ায়।
* খাবারের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে।

হাত না ধুয়ে খাবার গ্রহণ করলে হাতে লেগে থাকা রোগ জীবানু খাবারের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার বৈশিষ্ট্য-
* সব সময় পানি আটকে থাকে।
* মশা-মাছি ঢুকতে পারে না।
* গন্ধ ছড়ায় না।

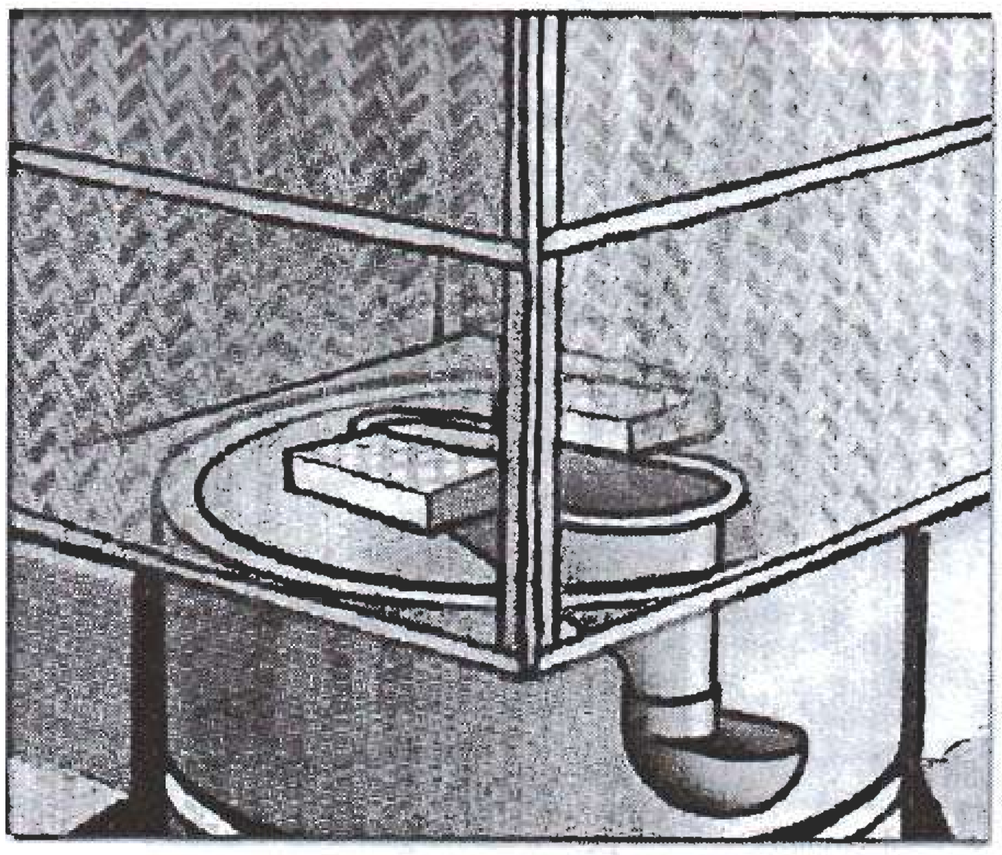

স্বল্পখরচে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা কি ভাবে তৈরী করা যায়

১

২

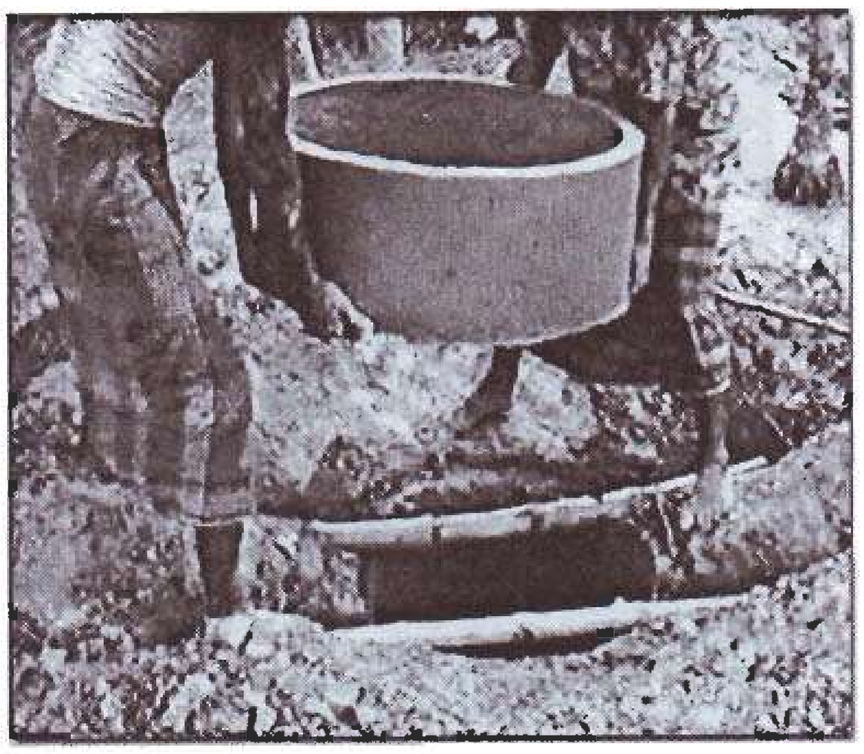

৩

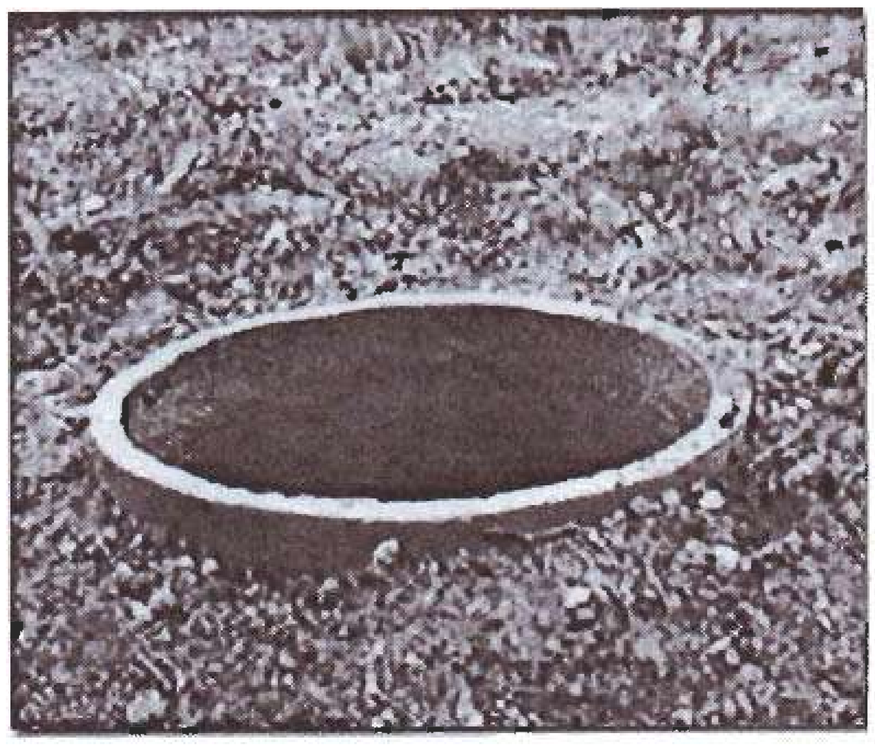

৪

৫

৬

যা করা উচিৎ

শিশুকেও পায়খানায় যাওয়ার অভ্যাস করা উচিৎ।

শিশুর পায়খানা লেট্রিনে ফেলা উচিৎ।

পায়খানা ব্যবহারের পর শিশুর হাত সাবান বা ছাই দিয়ে ধুয়ে দেওয়া উচিৎ।

যা করা উচিৎ

পায়খানার পর ছোট বড়
সকলেরই হাত সাবান বা ছাই
দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিৎ।

অবশ্যই স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে
পায়খানায় যাওয়া উচিৎ।

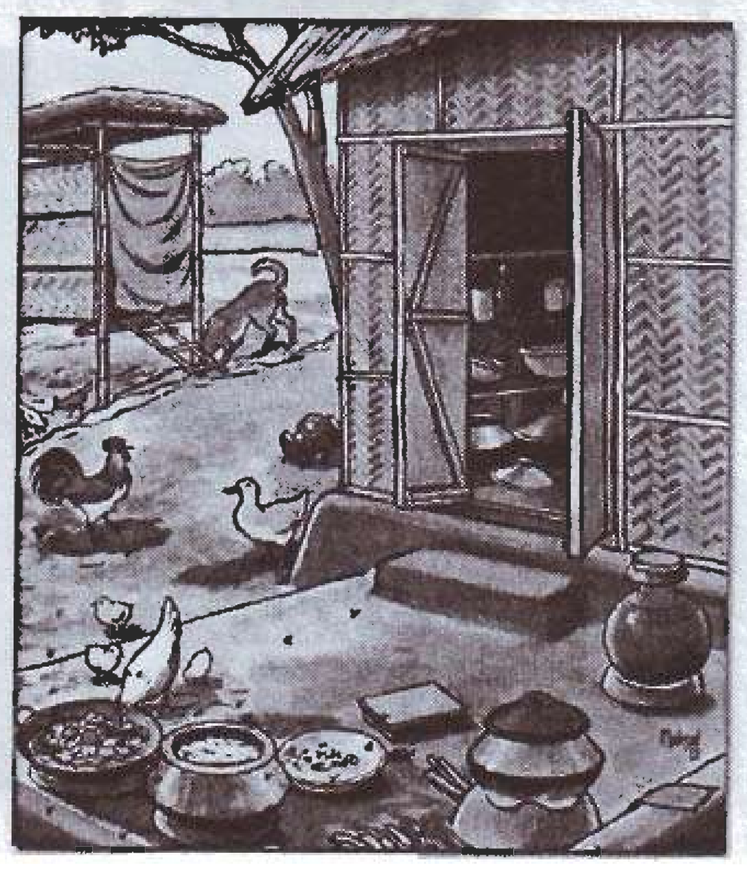

এ ধরনের খোলা পায়খানা
ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান ঃ

উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান কেন্দ্রীয়ভাবে উপজেলা সদরে উপজেলা প্রশাসন এর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হবে।

দায়িত্ব ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার

সময়কাল ঃ ৫ মার্চ হতে ১০ মার্চ এর মধ্যে এবং ২০ জুন হতে ৩০ জুন এর মধ্যে

উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো ঃ

উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো নিম্নরুপ

ক্রম	ক্যাটাগরী	পোর্টফলিও পদ
০১	মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
০২	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
০৩	সকল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান	সদস্য
০৪	সভাপতি/সম্পাদক রাজনৈতিক দল	সদস্য
০৫	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কর্মকর্তা	সদস্য
০৬	পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
০৭	শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
০৮	সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
০৯	যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১০	পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১১	মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১২	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সদস্য
১৩	প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
১৪	থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
১৫	উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা	সদস্য
১৬	উপজেলা আনছার ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
১৭	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য
১৮	সভাপতি/সম্পাদক উপজেলা ইমাম সমিতি	সদস্য
১৯	সভাপতি/সম্পাদক উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটি	সদস্য
২০	সভাপতি/সম্পাদক কলেজ শিক্ষক সমিতি	সদস্য
২১	সভাপতি/সম্পাদক প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি	সদস্য
২২	সভাপতি/সম্পাদক বেসরঃ প্রাঃ শিক্ষক সমিতি	সদস্য
২৩	সভাপতি/সম্পাদক মাধ্যঃ শিক্ষক সমিতি	সদস্য
২৪	সভাপতি/সম্পাদক জামিয়াতুল মুদারাছিন	সদস্য
২৫	সভাপতি/সম্পাদক কমাণ্ডার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ	সদস্য
২৬	সভাপতি/সম্পাদক প্রেস ক্লাব	সদস্য
২৭	সভাপতি/সম্পাদক বণিক সমিতি	সদস্য
২৮	উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম ঃ

- ❖ প্রতিমাসে অন্তত ঃ একবার কমিটি আলোচনা সভায় মিলিত হবে।
- ❖ ইউনিয়ন কমিটির সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন।
- ❖ ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত সকল ধরণের উদ্বুদ্দকরণ সভা-সমাবেশ এবং বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ।
- ❖ ইউনিয়ন কমিটি থেকে প্রাপ্ত লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করে মাসিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা।
- ❖ তথ্য সংগ্রহের জন্য সকল ধরণের ফরমেট তৈরী করা এবং সরবরাহ করা।
- ❖ প্রয়োজনীয় সম্পদ জোগান দেয়ার ব্যবস্থা করা।
- ❖ স্যানিটেশন বিষয়ক পোষ্টার, ব্যানার, দেয়াল লিখন প্রভৃতি ছাপার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- ❖ মাঠ পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান।
- ❖ ইউনিয়ন কমিটি থেকে প্রাপ্ত মনিটরিং রিপোর্ট মূল্যায়ন রিপোর্ট ও অগ্রগতি রিপোর্ট সমন্বয় করে প্রতিবেদন প্রকাশ ও তার কপি বিভিন্ন স্তরে সরবরাহ করা।
- ❖ ইউনিয়ন পরিষদ এনজিও এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাজে সমন্বয় করা।

পোর্টফলিও পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

সভাপতি ঃ

- ❖ সভাপতি, সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সদস্যদের মাঝ থেকে সভাপতি নির্বাচন করে সভার কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন।
- ❖ সভাপতি সকল ধরণের সভা আহবান করবেন।
- ❖ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তদারকীর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ❖ সকল ধরণের প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন ও বিভিন্ন স্তরে প্রেরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সদস্য সচিব ঃ

- ❖ সদস্য সচিব সকল ধরণের ডক্যুমেন্ট প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করবেন।
- ❖ সকল ধরণের কার্যক্রমের সুপারভিশন করবেন।
- ❖ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রদান ও সকল ধরণের সহযোগিতা করবেন।
- ❖ কমিটির সদস্যদের পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।
- ❖ সকল ধরণের উৎসব অনুষ্ঠানকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ❖ বিভিন্ন ধরণের উপকরণ প্রস্তুত এবং ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ❖ বিভিন্ন ধরণের সাপোর্ট সার্ভিস সরবরাহ করবেন।

সদস্য ঃ

- ❖ প্রতিষ্ঠানের সকল সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করবেন।
- ❖ গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে ভূমিকা গ্রহণ করবেন ।
- ❖ কমিটি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করবেন।
- ❖ সভাপতি ও সদস্য সচিবের কাজে সহায়তা করবেন ।
- ❖ স্থানীয় জন গোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- ❖ নিজস্ব উদ্যোগে কর্মসূচীর সকল ধরণের তথ্য সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- ❖ প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহে সহায়তা করবেন।

ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির কাঠামো ঃ

ইউনিয়ন কমিটির প্রধান হবেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। কমিটির সদস্য সচিব হবেন ইউপি সচিব। কমিটি গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান একটি মিটিং আহবান করবেন। নিম্নে বর্ণিত যে সব ক্যাটাগরী থেকে সদস্য মনোনীত হবেন সভায় অংশগ্রহণের জন্য সেই ধরণের লোকজনদের আহবান জানাতে হবে যাতে তারাই তাদের প্রতিনিধি নির্ধারণ করতে পারে।

ক্রম	ক্যাটাগরী	পোর্ট ফলিও পদ
০১	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি
০২	সকল ইউপি সদস্য	সদস্য
০৩	শিক্ষক প্রতিনিধি	সদস্য
০৪	ধর্মীয় নেতা	সদস্য
০৫	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য
০৬	দায়িত্ব প্রাপ্ত গ্রাম সরকারের সদস্য	সদস্য
০৭	মুক্তি যোদ্ধা প্রতিনিধি	সদস্য
০৮	আনছার ভিডিপি প্রতিনিধি	সদস্য
০৯	সভাপতি/সম্পাদক রাজনৈতিক দল	সদস্য
১০	ভূমিহীন প্রতিনিধি	সদস্য
১১	ব্যবসায়ী প্রতিনিধি/হাট বাজার কমিটির সভাপতি	সদস্য
১২	পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ	সদস্য
১৩	সকল স্বেচ্ছাসেবক	সদস্য
১৪	মসজিদের ইমাম	সদস্য
১৫	পুরোহিত	সদস্য
১৬	ডাক্তার	সদস্য
১৭	ইউপি সচিব	সদস্য সচিব

ইউনিয়ন কমিটির কার্যবলী ঃ

- ❖ প্রতি মাসে দুইবার ইউনিয়ন কমিটি আলোচনা সভায় মিলিত হবে। সভার কার্যক্রমের অগ্রগতির পর্যালোচনা এবং পরবর্তী করণীয় কর্মসুচি নির্ধারণ করতে হবে।
- ❖ ওয়ার্ড কমিটির সাপ্তাহিক সভার প্রতিনিধি প্রেরণ।
- ❖ উপজেলা কমিটির সভায় অংশগ্রহণ ।
- ❖ ইউনিয়নে সকল ধরণের উদ্বুদ্ধকরণ সভা, র‍্যালী, সমাবেশ উৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।
- ❖ ওয়ার্ড কমিটি থেকে প্রাপ্ত স্যানিটরী ল্যাট্রিন ব্যবহার এবং কভারেজের মাত্রা সমন্বয় করে মাসিক টার্গেট নির্ধারণ করা এবং উপজেলা কমিটির নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ।
- ❖ মাসিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ❖ ১০০% স্যানিটেশন কভারেজ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহন এবং বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ❖ নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন ও ওয়ার্ড কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।
- ❖ সকল ধরণের রিপোর্টের কপি যথা সময়ে ওয়ার্ড কমিটিকে সরবরাহ করা।

ওয়ার্ড বাস্তবায়ন কমিটির কাঠামো ঃ

প্রতি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড বাস্তবায়ন কমিটি নামে একটি ওয়ার্ড কমিটি থাকবে যার সভাপতি থাকবেন সংশ্লিস্ট ওয়ার্ড সদস্য। ওই ওয়ার্ডের সকল স্তরের সাধারণ জনগন কর্তৃক সদস্য মনোনীত বা নির্ধারিত হবেন। এ লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট দিনে ওয়ার্ডের সুবিধাজনক জায়গায় ওয়ার্ডবাসীদের সমাবেশ ঘটাতে হবে। স্যানিটেশন কভারেজের গুরুত্ব এবং কমিটি সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য আলোচনা শেষে কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটির পোর্টফলিও নিম্নরূপ ঃ

ক্রম	সদস্য ক্যাটাগরি	পোর্টফলিও পদ
০১	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য	উপদেষ্টা
০২	ওয়ার্ড সদস্য	সভাপতি
০৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিনিধি	সদস্য
০৪	মসজিদের ইমাম	সদস্য
০৫	মন্দিরের পুরোহিত	সদস্য
০৬	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	সদস্য
০৭	গ্রাম সরকারের সকল সদস্য	সদস্য
০৮	ব্যবসায়ী / হাট বাজার কমিটির সভাপতি	সদস্য
০৯	ডাক্তার	সদস্য
১০	সকল অবসর প্রাপ্ত চাকরিজীবী	সদস্য
১১	সভাপতি/সম্পাদক রাজনৈতিক দল	সদস্য
১২	কর্মসূচীর সেচ্ছা সেবক	সদস্য সচিব

ওয়ার্ড কমিটির কার্যক্রম

- ওয়ার্ড কমিটি প্রতি সপ্তাহের সোমবার সভায় মিলিত হওয়া। সেখানে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরবর্তী টার্গেট নির্ধারণ করে বাস্তবায়ন কৌশল ঠিক করা।
- ওয়ার্ড কমিটির সভার পর প্রতি মঙ্গলবার ইউনিয়ন কমিটির নিকট ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি কর্তৃক সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রেরন নিশ্চিত করা
- প্রতি মাসে একটি মূল্যায়ন মিটিং করা ও মাঝে মাঝে গ্রামবাসীর সাথে কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে মত বিনিময় সভা করা।
- ওয়ার্ড কমিটির প্রতি সদস্যের জন্য নির্দিস্ট কয়েকটি পরিবারের দায়িত্ব প্রদান করা
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল করে উঠোন বৈঠকে অংশগ্রহণ করা ।
- বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান সমূহের উদ্বুদ্ধ করণ সভায় অংশগ্রহণ করা ।
- সকল ধরণের র‍্যালী সমাবেশ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা ।
- ইউনিয়ন কমিটির সভায় প্রতিনিধিত্ব করা ।
- স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবস্থার উপর জরুরী এবং কভারেজের উপর জরীপ ফলাফল প্রতিমাসে হালনাগাদ করণ ও ইউনিয়ন কমিটির নিকট কপি প্রেরণ।
- ১০০% স্যানিটেশন কভারেজ অর্জনের জন্য সাপ্তাহিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকল ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- প্রতিটি ওয়ার্ডকে সুবিধাজনক কয়েকটি স্পটে বিভক্ত করতে হবে। বিশেষ করে উঠোন বৈঠকের জন্য। কমিটির সদস্যরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে স্পট মিটিংগুলোতে অংশগ্রহণ করবেন।
- প্রতি সপ্তাহে সাপ্তাহিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা

কর্মসূচী বাস্তবায়ন কার্যক্রম

ক. জনবল নিয়োগ ঃ

সংশ্লিষ্ট এনজিওদের পক্ষ থেকে ইউপি চেয়ারম্যনের মাধ্যমে প্রতি ওয়ার্ডের জন্য একজন করে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হবে। স্বেচ্ছাসেবকগন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের সাথে সমন্বয় করে জরীপ কাজ সম্পাদন করবে এবং অগ্রগতির হিসাব সংরক্ষন সহ যাবতীয় রিপোর্ট রিটার্ন এর জন্য দায়িত্বশীল থাকবে।

দায়িত্ব ঃ **১. সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান**
২. সংশ্লিষ্ট এনজিও

সময়কাল ঃ **৩১ মার্চ এর মধ্যে**

স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ঃ

- ওয়ার্ড কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করা
- ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের সাথে সমন্বয় করে জরীপ কাজ সম্পন্ন করা
- ওয়ার্ড কমিটির সাপ্তাহিক সভা যাতে নিয়মিত হয় সে লক্ষে সার্বক্ষনিক গ্রাম সরকার প্রধানের সাথে সমন্বয় করা
- ওয়ার্ড কমিটির সকল সদস্যকে নির্দিস্ট কয়েকটি পরিবারকে উদ্বুদ্ধকরনের দায়িত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা এবং এ সংক্রান্ত দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করা ও তথ্য সংরক্ষন করা
- ওয়ার্ড কমিটির সকল সদস্যের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রাম সরকার সদস্যের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা
- ওয়ার্ড কমিটির সকল সদস্যের নিকট হতে নির্দিস্ট ছকে প্রতি শনিবার সাপ্তাহিক অগ্রগতি প্রতিবেদন সংগ্রহ পূর্বক প্রতিবেদন সমূহ একিভূত করে সপ্তাহের রবিবার গ্রাম সরকার প্রধানের নিকট সংশ্লিস্ট ওয়ার্ডের প্রতিবেদন দাখিল করা
- ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল করে উঠোন বৈঠকের আয়োজন করা
- ইউনিয়ন কমিটি ও ওয়ার্ড কমিটির মধ্যে সমন্বয় করা
- এছাড়াও ইউনিয়ন কমিটি ও ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক অর্পিত যে কোন নির্দেশনা প্রতিপালন করা

খ. উদ্বুদ্ধকরন সভা ঃ

ইউএনও সহ সকল এনজিও কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রতি ইউনিয়ন সদরে একটি করে উদ্বুদ্ধকরন সভা মার্চের ৩১ তারিখের মধ্যে করা হবে। উক্ত সভায় সকল ইউপি সদস্য, গ্রাম সরকার সদস্য, সকল শিক্ষক, ইমাম, পুরোহিত সহ এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দের আমন্ত্রন জানানো হবে।

দায়িত্ব ঃ সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান

সময়কাল ঃ ৩১ মার্চ এর মধ্যে

ইউনিয়ন ওয়ারী উদ্বুদ্ধকরন সভার তারিখ

ক্রমিক	ইউনিয়ন	উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তারিখ
০১	ধানদিয়া	২৩ মার্চ ২০০৫
০২	নগরঘাটা	১৯ মার্চ ২০০৫
০৩	সরুলিয়া	১৭ মার্চ ২০০৫
০৪	কুমিরা	হয়ে গিয়েছে
০৫	তালা	২৪ মার্চ ২০০৫
০৬	ইসলামকাঠি	২৮ মার্চ ২০০৫
০৭	মাগুরা	২৭ মার্চ ২০০৫
০৮	খলিশখালী	২৯ মার্চ ২০০৫
০৯	খেশরা	২১ মার্চ ২০০৫
১০	জালালপুর	২২ মার্চ ২০০৫

গ. পরিকল্পনা সভা ঃ

ইউনিয়ন পর্যায়ের উদ্বোধনী ও উদ্বুদ্ধকরন সভা অনুষ্ঠিত হবার পর সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রতি ইউনিয়নে একটি পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। পরিকল্পনা সভার পর হতে জরীপ কার্যক্রম শুরু হবে।

পরিকল্পনা সভায় যে সকল বিষয়ের উপর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে ঃ

- প্রতি ওয়ার্ডের জন্য ওয়ার্ড কমিটি গঠন ও ওয়ার্ডের উদ্বুদ্ধকরন সভার তারিখ নির্ধারন

- ❖ প্রতি ওয়ার্ডের জন্য ইউনিয়ন কমিটির প্রতিনিধি নির্ধারন
- ❖ প্রতি মাসে দুই বার ইউনিয়ন কমিটির দিন নির্ধারন
- ❖ ইউনিয়ন পর্যায়ে শিক্ষক সমাবেশ, ইমাম সমাবেশ, আনসার ভিডিপি সমাবেশ এর তারিখ নির্ধারন
- ❖ সকল স্কুলের ছাত্রদের উদ্বুদ্ধকরনের জন্য স্কুল ভিত্তিক তারিখ নির্ধারন পূর্বক প্রতি স্কুলের জন্য ইউনিয়ন কমিটির সদস্য নির্ধারন
- ❖ রিং স্লাব তৈরী কেন্দ্র নির্বাচন ও উৎপাদন নিশ্চিতকরন

দায়িত্ব ঃ ১. সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান
২. সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসার
৩. সংশ্লিষ্ট এনজিও

সময়কাল ঃ এপ্রিল এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে

ঘ. রিং স্লাব তৈরী কেন্দ্র স্থাপন ঃ

প্রতিটি ইউনিয়নে কমপক্ষে ৩ টি স্থানে রিং স্লাব তৈরী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে করে জনগন বাড়ির কাছেই রিং স্লাব পেতে পারে এবং পরিবহনের জন্য কোন বাড়তি খরচ বহন করতে না হয়।

রিং স্লাব তৈরী কেন্দ্র হতে ৩টি রিং ও ১টি স্লাব মাত্র ২৫০/- টাকায় এবং ১টি রিং ও ১টি স্লাব মাত্র ১০০/- টাকায় সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে রিং স্লাব তৈরীর বাকী খরচ ইউনিয়ন পরিষদ তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ভর্তুকী প্রদান করবে।

ইউনিয়নে পূর্ব হতে কোন রিং স্লাব তৈরী কেন্দ্র থেকে থাকলে তার গুনগত মান নিশ্চিত করতে হবে এবং এক্ষেত্রেও ইউনিয়ন পরিষদ হতে ভর্তুকী প্রদানের মাধ্যমে ২৫০/- টাকায় এবং ১০০/- টাকায় রিং স্লাব বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

তবে সকল ক্ষেত্রেই প্লাস্টিক প্যান ও প্লাস্টিক সাইফন ব্যবহার করতে হবে

দায়িত্ব ঃ ১. সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান
২. সংশ্লিষ্ট এনজিও

রিং স্লাব তৈরী শুরু ঃ এপ্রিল এর ১৫ তারিখের মধ্যে

ঙ. জরীপ ঃ

কেন্দ্রীয় ভাবে তৈরীকৃত জরীপ ফরম অনুযায়ী গ্রাম সরকার সদস্য সহ ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে স্বেচ্ছাসেবকগন প্রতি ইউনিয়নের জন্য গ্রাম ভিত্তিক একটি জরীপ করবেন এবং জরীপকৃত ফরম সমূহ রেজিস্টার আকারে বাধাই করে ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষন করবেন। জরীপের ফলাফল এবং জরীপকৃত তালিকা অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। উক্ত জরীপ এর উপর ভিত্তি করে প্রতি সপ্তাহে অগ্রগতি নির্ধারন করা হবে।

দায়িত্ব ঃ ১. সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান
২. গ্রাম সরকার
৩. ওয়ার্ড কমিটির সকল সদস্য
৩. সংশ্লিষ্ট এনজিও
৪. স্বেচ্ছাসেবকগন
৫. ইউপি সচিব

সময়কাল ঃ ২০ ই এপ্রিল এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে

চ. স্বেচ্ছাসেবক ও ট্যাগ অফিসারদের ওরিয়েন্টেশন ঃ

স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগ সম্পন্ন হবার পর স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যাবলী সম্মন্ধে ধারনা দেবার জন্য এবং বিভিন্ন ফরম সম্মন্ধে ধারনা দেয়া সহ রিপোর্ট রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি সম্মন্ধে ধারনা দেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্যাগ অফিসারদের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে একদিনের একটি ওরিয়েন্টেশন কোর্সের আয়োজন করতে হবে।

দায়িত্ব ঃ ১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার
২. সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান
৩. সংশ্লিষ্ট এনজিও

সময়কাল ঃ এপ্রিল এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে

ছ. ইমাম সমাবেশ ঃ

প্রতি জুম্মার নামাজের সময় সকল মসজিদে যাতে করে স্যানিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরন বয়ান রাখা হয় সে জন্য সকল ইমামদের নিয়ে ৩টি অথবা ৪টি এলাকায় এলাকাভিত্তিক ইমাম সমাবেশ করা হবে। উক্ত সমাবেশে ইমাম সাহেবদের স্যানিটেশন বিষয়ক ধারনা প্রদান সহ হাদিস কোরআনের আলোকে স্যানিটেশনের উপর আলোচনা করা হবে। এ বিষয়ে পৃথকভাবে ইমামদের লিফলেট সরবরাহ করা হবে।

দায়িত্ব ঃ **১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার**
২. সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান
৩. সংশ্লিষ্ট এনজিও

সময়কাল ঃ এপ্রিলের ২য় সপ্তাহের মধ্যে

জ. স্কুল ভিত্তিক উদ্বুদ্ধকরন সভা ঃ

ইউনিয়নে অবস্থিত সকল বিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে ছাত্র সমাবেশ করে ছাত্র/ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ জন্য ইউনিয়ন কমিটির সদস্যদেরকে স্কুল ভিত্তিক দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। প্রতি স্কুলেই ছাত্র ছাত্রীদের কে ফ্লিপ চার্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকগন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনের গুরুত্ব সম্মন্ধে বলবেন। প্রতিটি সভায় সংশ্লিস্ট ইউপি চেয়ারম্যান উপস্থিত থাকবেন। উত্তরণ এর পক্ষথেকে ফ্লিপচার্ট সরবরাহ করা হবে।

দায়িত্ব ঃ **১. সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান**
২. স্বেচ্ছাসেবকগন

সময়কাল ঃ এপ্রিল ও মে মাস ব্যপী

ঝ. ইউনিয়ন ভিত্তিক কর্মকর্তা নিয়োগ ঃ

১০টি ইউনিয়নের স্যানিটেশন কভারেজ দেয়ার ক্ষেত্রে কর্মসূচীর সার্বিক মনিটরিং ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে তালা উপজেলাধীন নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে এক একটি ইউনিয়নের দায়িত্ব অর্পন করা হয়।

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম ওপদবী	যে ইউনিয়নে/এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত
১	জনাব মোঃ আজিজুর রহমান উপ-সহকারী প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য,তালা	ধানদিয়া ইউনিয়ন।
২	জনাব এসএম রফিকুল ইসলাম উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার,তালা।	খেশরা ইউনিয়ন।
৩	জনাব মীর মনিরুল ইসলাম উপজেলা সমবায় অফিসার,তালা।	খলিশখালী ইউনিয়ন
৪	জনাব কে এম ফারুক হোসেন উপজেলা প্রকৌশলী,তালা	তালা সদর ইউনিয়ন
৫	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা,তালা।	ইসলামকাটি ইউনিয়ন।
৬	জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান প্রজেক্ট অফিসার,এফএসএসপি,তালা।	সরুলিয়া ইউনিয়ন
৭	জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল উপজেলা শিক্ষা অফিসার,তালা।	মাগুরা ইউনিয়ন।
৮	জনাব চৈতন্য কুমার দাস উপজেলা কৃষি অফিসার,তালা।	কুমিরা ইউনিয়ন।
৯	জনাব ডাঃ আজিজ আল মামুন ভেটেরিনারী সার্জন,তালা	জালালপুর ইউনিয়ন।
১০	জনাব শেখ মোঃ মশিউর রহমান উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার,তালা	নগরঘাটা ইউনিয়ন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ঃ

(১) সাপ্তাহিক ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপনের অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ওয়ার্ড মেম্বরদের নিকট হতে স্বেচ্ছাসেবকগন যাতে সঠিকভাবে সংগ্রহ পূর্বক ইউনিয়ন পরিষদে দাখিল করে সেটা নিশ্চিত করা।

(২) সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রতিস্বাক্ষরসহ অত্রাফিসে দাখিল করা।

(৩) সংশ্লিষ্ট এলাকার যুব সমাজ ,ছাত্র-শিক্ষক ,মসজিদের ইমাম,মন্দিরের পুরোহিত, এলাকায় কর্মরত সকল শ্রেণীর সরকারী,বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মচারীসহ), রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ,জনপ্রতিনিধিগণকে সাথে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করা।

(৪) কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে মাঝে মাঝে পর্যালোচনা সভা করা।

কর্মসূচী, সময়কাল ও বাস্তবায়নকারীর তালিকা ঃ

ক্রমিক	কর্মসূচী	যে সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে	বাস্তবায়নের দায়িত্ব কার
০১	উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান	৫ মার্চ হতে ১০ মার্চ এবং ২০ জুন হতে ৩০ জুন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
০২	জনবল নিয়োগ	৩১ মার্চ এর মধ্যে	১. ইউপি চেয়ারম্যান ২. সংশ্লিষ্ট এনজিও
০৩	ইউনিয়ন পর্যায়ের উদ্বুদ্ধকরন সভা	৩১ মার্চ এর মধ্যে	ইউপি চেয়ারম্যান
০৪	পরিকল্পনা সভা	এপ্রিল এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে	১. ইউপি চেয়ারম্যান ২. সংশ্লিষ্ট এনজিও
০৫	রিং স্লাব তৈরী কেন্দ্র স্থাপন	১৫ই এপ্রিল এর মধ্যে	১. ইউপি চেয়ারম্যান ২. সংশ্লিষ্ট এনজিও
০৬	জরীপ	২০ ই এপ্রিল এর মধ্যে	১. ইউপি চেয়ারম্যান ২. গ্রাম সরকার ৩. ওয়ার্ড কমিটির সকল সদস্য ৩. সংশ্লিষ্ট এনজিও ৪. স্বেচছাসেবকগন ৫. ইউপি সচিব
০৭	স্বেচ্ছাসেবকদের ওরিয়েন্টেশন	এপ্রিল এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে	১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ২. ইউপি চেয়ারম্যান ৩. সংশ্লিষ্ট এনজিও
০৮	ইমাম সমাবেশ	এপ্রিল এর ২য় সপ্তাহের মধ্যে	১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ২. ইউপি চেয়ারম্যান ৩. সংশ্লিষ্ট এনজিও
০৯	স্কুল ভিত্তিক উদ্বুদ্ধকরন সভা	এপ্রিল ও মে মাস ব্যপী	১. ইউপি চেয়ারম্যান ২. স্বেচ্ছাসেবকগন

- হাদিসের বাণী- "তোমরা তিনটি অভিশাপের যোগ্য কাজ হতে বেঁচে থাকো-চল ফেরার পথে, পানির ঘাটে ও ছায়ায় পায়খানা করা।" (আবু দাউদ)

- আমাদের অঙ্গীকার আমরা আর যেখানে সেখানে কাউকে মলমূত্র ত্যাগ করতে দেব না।

- আসুন অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহার ও খোলা স্থানে মলত্যাগ বন্ধ করি এবং প্রতিটি পরিবারের সকলেই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করি।

- পরিবারের সবাই স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার করুন এবং আপনার প্রতিবেশীকেও স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করুন।

- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করুন এবং ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস, কৃমি ও পোলিও রোগের হাত হতে আপনার পরিবারকে মুক্ত রাখুন।

- মাত্র ১০০/= টাকার বিনিময়ে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনের মাধ্যমে আপনার শিশু সহ পরিবারের সকলকে ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস, কৃমি ও পোলিও রোগের হাত হতে মুক্ত রাখুন।

- খোলা স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করলে মশা মাছি পোকা মাকড়ের মাধ্যমে রোগ জীবানু ছড়ায়। তাই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করুন এবং এলাকার সকলকে সুস্থ্য রাখতে সহায়তা করুন।

- আপনার প্রতিবেশীর বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা না থাকলে মশা-মাছি, পোকা-মাকড়ের মাধ্যমে আপনার শিশু রোগাক্রান্ত হতে পারে। তাই আপনার প্রতিবেশীকেও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করুন।

৩০ জুন ২০০৫ এর মধ্যে তালা উপজেলাকে ১০০% স্যানিটেশন কভারেজ

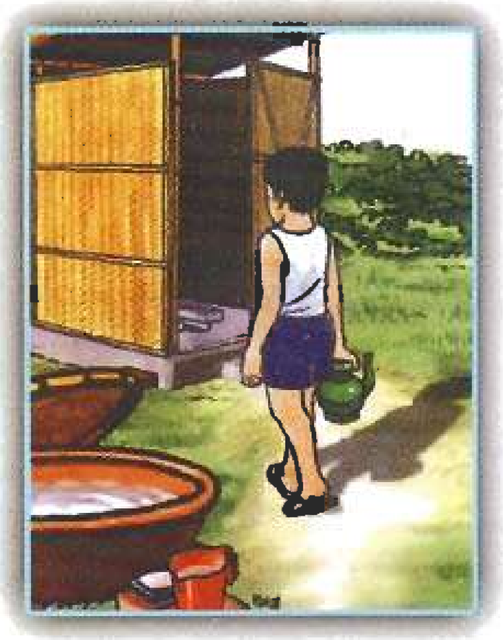

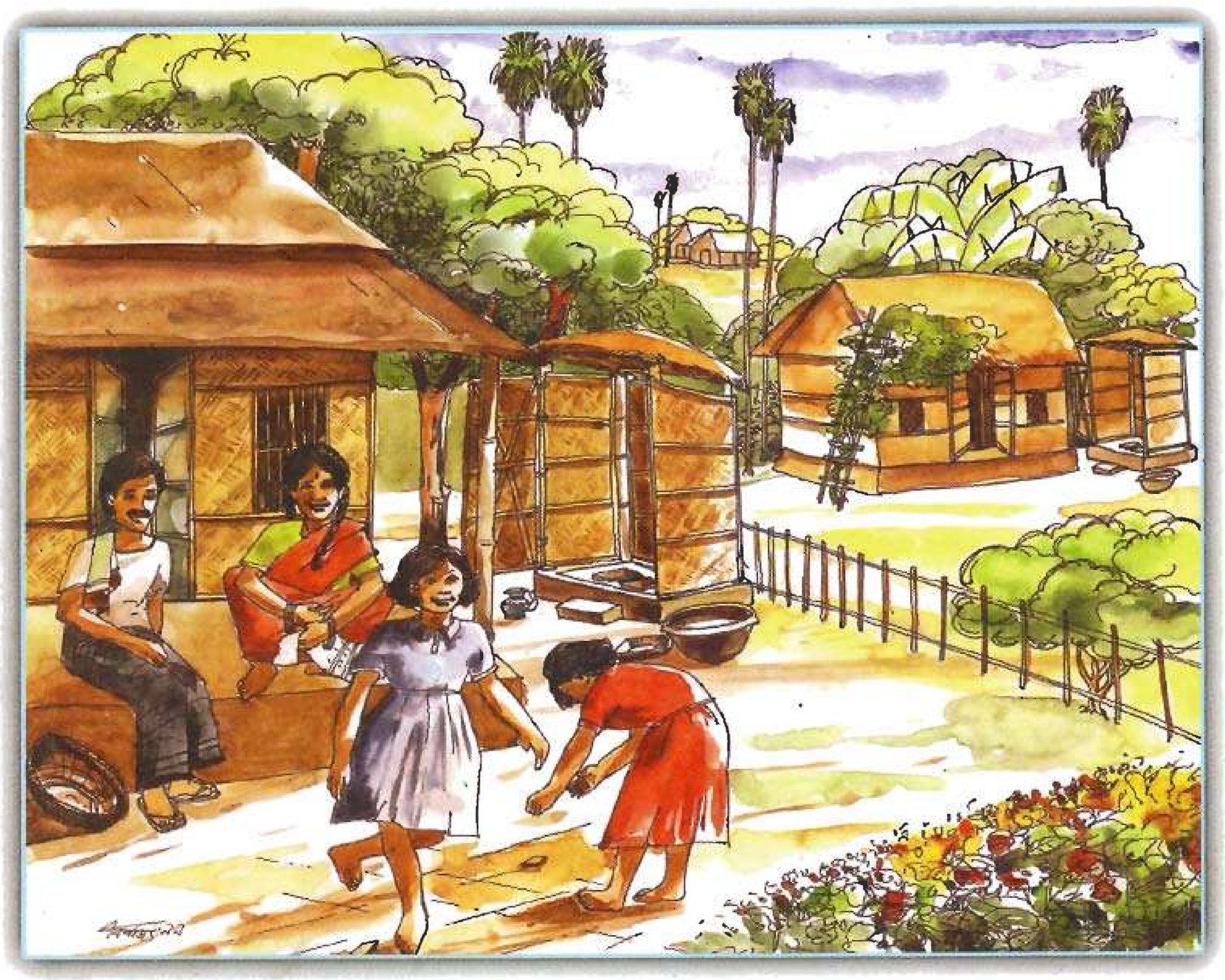

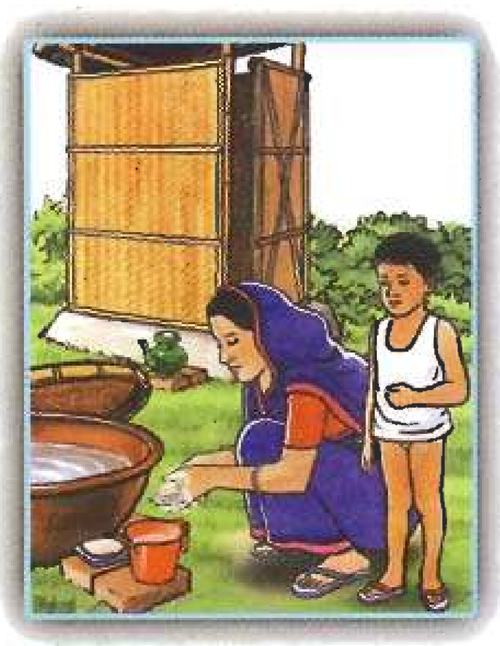

- আমাদের অঙ্গীকার আমরা তালা উপজেলাকে ১০০% স্যানিটেশন কভারেজ-এর আওতায় আনবো।
- সু-স্বাস্থ্য এবং সুন্দর জীবনের জন্য আপনার পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার নিশ্চিত করুন।